Natyadarpane Bidroho

নাট্যদর্পণে বিদ্রোহ

সম্পাদনা | দেবব্রত বিশ্বাস

সূচি

প্রথম পর্ব

প্রাগাধুনিক বাংলা নাট্যোপাদানে প্রতিবাদ ১১
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা নাটকে প্রতিবাদ ৩৪
দেবব্রত বিশ্বাস

বাংলা নাটকে সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৪৮
সৌম্যেন্দু ঘোষ

প্রতিবাদী ঐতিহ্যের উত্তরণ ও অন্যান্য প্রবণতায়
বিশ শতকের বাংলা নাটক ৬৪
সুদীপ বর্ধন

নাটক হলেও সত্যি ৯২
শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

বাংলা একাঙ্ক নাটকে প্রতিবাদিনী নারী ১০৫
কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য

ধর্ম ও কুসংস্কার বিরোধী বাংলা নাটকে মানবিক মুখ ১৩০
কিংশুক রায়

অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে নাটক : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব ১৩৬
শিব শর্মা

বাংলা নাটক, রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা ও সত্তর দশক ১৪৭
শম্পা সেন

বাংলা নাটকে পাশ্চাত্যের প্রভাব : প্রতিবাদের আলোয় ১৬১
কবি বক্সী

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যে প্রতিবাদ ১৭৩
কুন্তল মুখোপাধ্যায়

Bangla Natak, Rajnitir Dwandwikota o Sottor Doshok
Sampa Sen

বাংলা নাটক, রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা ও সত্তর দশক

শম্পা সেন

প্রাচীন সংস্কৃত নাটক : রাজনৈতিক আবহ

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস খনন করলে উঠে আসে যে কেন্দ্রীয় উপাদানটি, তা হল—রাজনীতি। নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে জানা যায়, নাট্যবেদ মূলত ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত। ভরতের নাট্যশাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকের মাঝে কোনো সময় রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তবে প্রাচীন পুরাণ অনুযায়ী, ত্রেতা যুগে ব্রহ্মা দেবতাদের অনুরোধে 'পঞ্চম বেদ' নামক এই নাট্যশাস্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। যা ছিল সর্বজনেরও সকল জাতির উপযুক্ত। জম্বুদ্বীপ যখন "দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস ও মহোরগসমূহ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং লোকপালগণ কর্তৃক সেই অঞ্চলটি শাসিত" হতো, তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে চেয়েছিলেন "দৃশ্য ও শ্রব্যরূপী একটি ক্রীড়নক।"[১] এর ফলেই 'সার্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ'[২] বা নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব। এই উদ্ভবের পুরাকথায় আর্য-ভারতবর্ষের যে প্রেক্ষিতটি রয়েছে, সেখানে লক্ষণীয় দেবতাদের তথা আর্যদের সঙ্গে দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষসদের উপস্থিতি। যা কিনা অনার্য সভ্যতারই প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ সেই অতীত ভারতবর্ষেই আর্য ও অনার্যের রাজনৈতিক অবস্থানের মানচিত্রে নাটক ছিল অন্যতম 'কমিউনিকেটিভ্ মিডিয়া'। সংস্কৃত নাটকের প্রখ্যাত স্রষ্টারা—কালিদাস, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, শূদ্রক— আর্য বনাম অনার্য সমাজ ও রাজনীতির বিন্যাসটিকে কোথাও স্পষ্টভাবে, আবার কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে নাটকের আবহে স্থান দিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্যদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নানা সময় 'সাবভারসিভ উইপন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নাট্য-মাধ্যমটিকে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্', ইত্যাদি প্রখ্যাত সৃষ্টিগুলির উপজীব্য মানবসম্পর্ক-প্রেম-সৌন্দর্য শৃঙ্গার নিসর্গ- প্রভৃতি হলেও, প্রতিটি কালজয়ী নাট্যের পিছনে রাজনৈতিক আবহের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত। রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা আসলে ভারতীয় নাটকের স্রোতে যুক্ত করেছে একধরণের সক্রিয়